বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সম্মানিত সভাপতি'র মাসিক (মার্চ ২০২২) বিবৃতি

রমজানুল করিম। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা।

প্রথমেই আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে চাই হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যিনি ১৯২০ সালের মার্চ মাসের ১৭ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর জীবনের অনেক অসামান্য অর্জনের জন্য তিনি সর্বজন স্বীকৃত এবং বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে চিরকাল বেঁচে আছেন ও থাকবেন। গত ১৭ই মার্চ জাতির পিতার জন্ম দিনে কেক কাটা থেকে শুরু করে বাফুফে ভবনে মিলাদ মাহফিল ও দোয়ার আয়োজন করা হয় এবং তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। খেলাধুলা ও ফুটবলের প্রতি তার ভালোবাসা ও অবদানের জন্য আমরা সবাই তার কাছে চিরঋণী।

২৬শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস, আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে চাই তাদের, যাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা আজ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ পেয়েছি। এদিন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন খেলোয়াড়দের উপস্থিতিতে বাফুফে টার্ফে প্রতি বছরের ন্যায় একটি প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করা হয় এবং খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মার্চ ২০২২ মাসটি আমরা অত্যন্ত ব্যস্তময় কাটিয়েছি। গত ১৫ই মার্চ থেকে শুরু হয় সাফ অ-১৮ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২২ যা ভারতের জামশেদপুরে আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে বাংলাদেশ অ-১৮ মহিলা জাতীয় ফুটবল দল তাদের অসামান্য নৈপুণ্য দেখিয়েছে। স্বাগতিক ভারতের বিপক্ষে তাদের শেষ ম্যাচটি ছিল অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক। তারা খেলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করে রাখে এবং ট্রফি ধরে রাখার জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল দুটি গোলের কিন্তু শেষ পর্যন্ত দল ১-০ গোলে জয়ী হয়ে টুর্নামেন্টের রানার্স আপ হয়। সাফ অনূর্ধ্ব ১৯ এর সাফল্যের পর পরই আমরা সাফ অনূর্ধ্ব ১৮ এর মুকুট ধরে রাখার এত কাছাকাছি চলে এসেছি যেটা ইতিবাচক। এদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে মহিলা ফুটবল উন্নয়নে আমাদের বিনিয়োগ সত্যিই সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং এর ভবিষ্যত অত্যন্ত উজ্জ্বল।

জেএফএ অনূর্ধ্ব-১৪ মহিলা ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ সারা বাংলাদেশে আয়োজন করা হচ্ছে যেটা দেশের বিভিন্ন জেলায় চলমান রয়েছে। এটি সত্যিই আমাদের তরুন যুব মহিলা ফুটবল খেলোয়াড়দের খেলার সাথে পরিচিতি, অভিজ্ঞতা অর্জন এবং তাদের নিজনিজ জেলাগুলোকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ করে দিচ্ছে। আমি জাপান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে তাদের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য এবং বাফুফে মহিলা ফুটবল কমিটিকে তাদের অব্যাহত কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই।

মালদ্বীপ ও মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে খেলার মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের প্রধান প্রশিক্ষক জেভিয়ার ক্যাবরেরা অধ্যায়ের সূচনা হয়। গত ২৯ মার্চ সিলেট জেলা ফুটবল স্টেডিয়ামে মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে আমরা আধিপত্য বিস্তার করেছিলাম কিন্তু জয় নিশ্চিত করতে পারিনি। আমি দলের ইতিবাচক ফরওয়ার্ড চিন্তা ভাবনা এবং গতিশীল পরিবর্তনকে সাধুবাদ জানাই। এমন সুন্দর একটা খেলার উপযোগী মাঠ ও পরিবেশ সৃষ্টি করে ফিফা উইন্ডোতে খেলা আয়োজন করার জন্য সিলেট জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের বাফুফে এলিট একাডেমিতে অবস্থিত তরুণ যুব খেলোয়াড়রা প্রতিনিয়ত তাদের মেধার বিকাশ ও উন্নতি সাধন করছে। চলমান বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশীপ লিগ ২০২১-২২ (বিসিএল) এ তাদের পারফরম্যান্সে অনেকেই মুগ্ধ এবং আশ্চর্য হয়েছে, কিন্তু আমি সবসময় যুব উন্নয়ন এর প্রতি আশাবাদী ও আমি বিশ্বাস করি এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া যা অব্যাহত থাকবে। প্রথমদিকে একটি শক্তিশালী উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিভাবান খেলোয়াড় সংগ্রহ করা হয় এবং তাদের নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টগুলোর জন্য তৈরি করার লক্ষ্যে বিসিএল এর নিয়মিত খেলাগুলো অভিজ্ঞতা অর্জনের একটি দুর্দান্ত সুযোগ প্রদান করছে। আমি ধন্যবাদ জানাই বাফুফে টেকনিক্যাল ডিরেক্টর জনাব পল স্মলি ও তার কোচিং প্যানেলকে যারা প্রতিনিয়ত খেলোয়াড়দের প্রতিভা বিকাশে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আমি মনে করি এই আন্তর্জাতিক টিম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে খুব শীঘ্রই খেলোয়াড়দের দ্রুত উন্নতি দেখবো।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টগুলো অত্যন্ত সাফল্যের সাথে আয়োজিত হচ্ছে। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ ২০২১-২২ এর খেলাগুলো বাংলাদেশের ছয়টি ভেন্যুতে চলমান রয়েছে। খুব দ্রুতই বয়স নির্ধারণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতঃ পাইওনিয়ার লীগ শুরু হতে যাচ্ছে। আমরা বহুমুখী টুর্নামেন্টগুলো চলমান রাখবো যার মাধ্যমে খেলোয়াড়, কোচ ও রেফারিদের মানোন্নয়ন হবে।

এএফসি এলিট ইয়ুথ স্কিম আমাদের মহিলা ফুটবল একাডেমীকে ওয়ান স্টার একাডেমি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বর্তমানে বাফুফে এলিট মহিলা একাডেমি জাপানের নাদেশিকো লীগে খেলা বিখ্যাত জেএফএ ফুকুশিমা একাডেমির মতো একই স্বীকৃতি বহন করে। এটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের মহিলা ফুটবলের জন্য একটি বড় অর্জন।

এএফসি কোচিং কনভেনশন এর অধীনে বাংলাদেশে প্রথম বারের মতো আয়োজন হচ্ছে বিএফএফ এএফসি প্রফেশনাল ডিপ্লোমা কোর্স যেখানে দেশ-বিদেশের অনেক স্বনামধন্য প্রশিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করছেন। কিছুদিন আগে আমরা গোলকিপিং কোর্সের জন্য এএফসি কোচিং কনভেনশনের আওতায় "এ" ডিপ্লোমা স্ট্যাটাস অর্জন করেছি যা নিঃসন্দেহে একটি দুর্দান্ত খবর এবং এই অব্যাহত সাফল্যের জন্য আমি বাফুফে টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টকে সাধুবাদ জানাই।

এছাড়াও অতিসম্প্রতি আমরা ফিফার টেকনিক্যাল ডেভেলপমেন্ট স্কিমের আওতায় প্রযুক্তিগত উন্নয়ন প্রকল্পের অংশ হিসেবে ফিফার নিকট একটি আবেদনপত্র জমা দিয়েছি যার সুবাদে দেশের খেলোয়াড়রা তাদের মেধার বিকাশ ও খেলোয়াড় উন্নয়নের লক্ষ্যে ফিফার নিকট থেকে সার্বিক সহযোগিতা পাবে। এই লক্ষ্যে আমরা একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছি যা ইতিমধ্যে ফিফা থেকে প্রশংসিত হয়েছে, তারা আরো কিছু অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করার প্রস্তাব করেছে এবং প্রক্রিয়াটি চলমান রয়েছে। এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

********** **********